শিক্ষাক্রম ২০২২

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : হিন্দুধর্ম শিক্ষা | ষষ্ঠ শ্রেণি

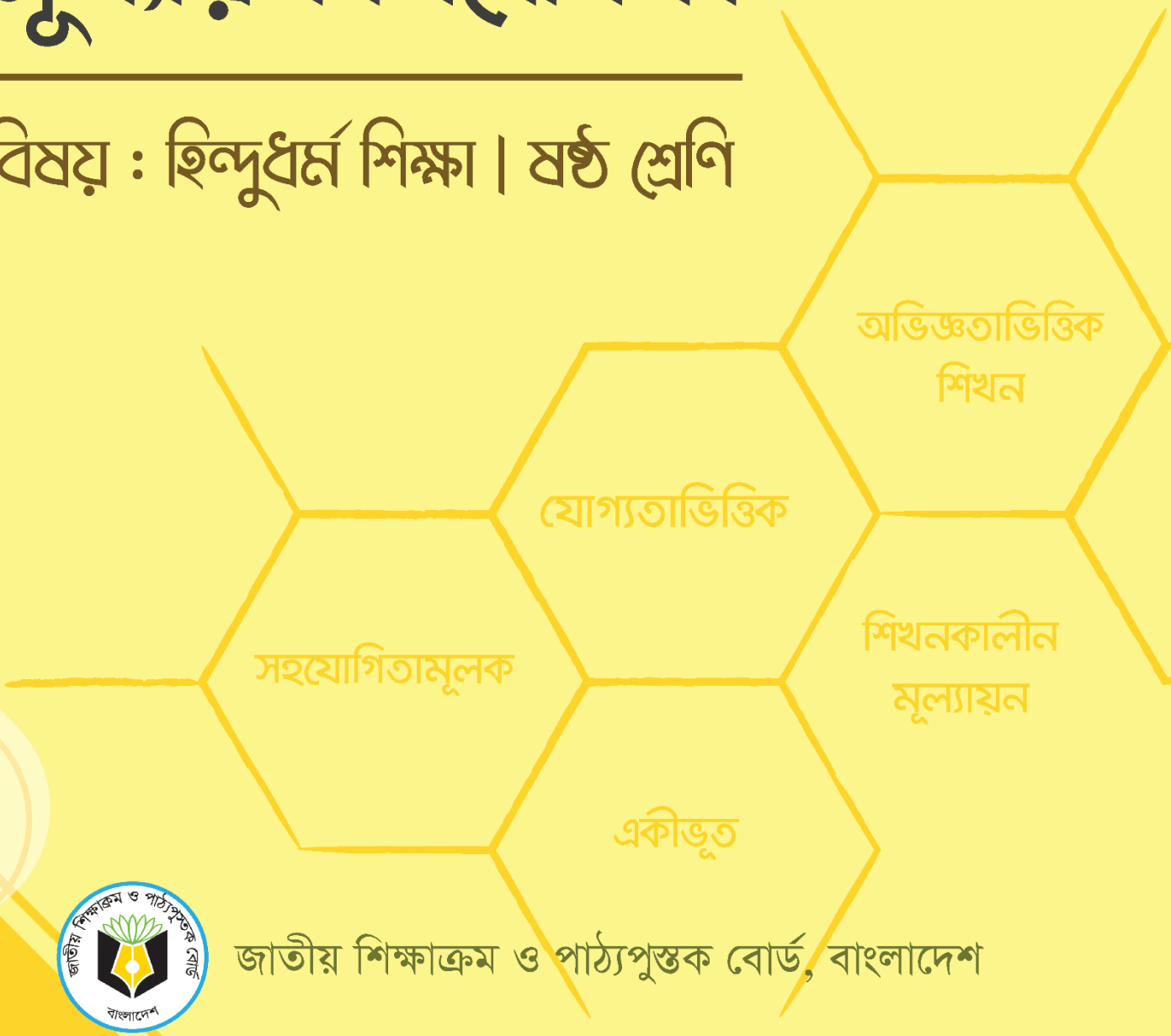

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : হিন্দুধর্ম শিক্ষা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন ২

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ২

গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ ৩

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা ৩

পরিশিষ্ট ১ ৪

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI) ৪

পরিশিষ্ট ২ ৬

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট ৬

পরিশিষ্ট ৩ ১৫

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক ১৫

পরিশিষ্ট ৪ ১৮

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট ১৮

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার আপনাকে সহায়তা দেয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া আছে। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সেসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান—জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।

৩। নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৩ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (ষষ্ঠ শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা PI (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন প্রমাণকের ভিত্তিতে দিতে হবে তা দেয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) ভরাট করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে সকল শিখন কার্যক্রম দেখে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলোর তথ্যপ্রমাণ (শিক্ষার্থীর কাজের প্রতিবেদন, অনুশীলন বইয়ের লেখা, পোস্টার, লিফলেট, ছবি ইত্যাদি) শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।
- ✓ এখানে উল্লেখ্য যে, শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও সার্বিক আচরণগত দিক মূল্যায়ন করার জন্য তাদের আচরণগত সূচক (BI) এর মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। এই সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়নের পদ্ধতি পরবর্তীতে শিক্ষকদের জানিয়ে দেয়া হবে।

খ) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

- ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভূজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন—নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
৬.১ ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা।	৬.১.১	শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি প্রকাশ করছে।	মৌলিক বিষয়সমূহের প্রাথমিক ধারণা ও উপলব্ধি নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি উদাহরণসহ নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করছে।	মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি একাধিক উপায়ে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ব্যাখ্যা করছে।
	৬.১.২	শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে।	মৌলিক বিষয়সমূহের তথ্য জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।	মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট উদাহরণ/ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।	মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।
৬.২ বয়স উপযোগী বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা	৬.২.১	শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে বিধি-বিধানের কারণসমূহ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিধি-বিধানের শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করছে।
	৬.২.২	শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করেছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিখন পরিবেশে আংশিক অনুসরণ করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানের তাৎপর্য অনুধাবন করে বিধি-বিধানের শিক্ষা স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি জীবনে আচরণের মাধ্যমে প্রয়োগ করেছে।
	৬.২.৩	শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো

		ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে।	বিধানগুলো অনুধাবন করে নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	অনুধাবন করে বিধি-বিধানের কারণসমূহ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করছে।	অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিধি-বিধানের শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করছে।
৬.৩ ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে জীব-জগতের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।	৬.৩.১	শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে	জ্ঞান ও মূল্যবোধ লিখে বা বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে।	শিক্ষার্থী নিজ গুণাবলির সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন পরিবেশের বাইরেও অর্জিত মানবিক গুণাবলি প্রকাশ করছে।
	৬.৩.২	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহবস্থান করছে।	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় আচরণ করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশলি আচরণ করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশলি আচরণের মাধ্যমে সহবস্থান করছে

পরিশিষ্ট ২

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট

ষষ্ঠ শ্রেণির নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেয়া হল। শিক্ষক কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেয়া আছে। একটা বিষয়ে বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরি যে, **শিক্ষার্থী ধর্মের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান কতটা মুখস্থ করতে পারছে, শিক্ষক কখনই তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণে করবেন না। বরং যেসব পারদর্শিতার সূচকের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান প্রাসঙ্গিক, সেখানে পাঠ্যবই বা অন্য যেকোনো নির্ভরযোগ্য রিসোর্স থেকে তথ্য নিয়ে কীভাবে সেই তথ্য ব্যবহার করছে তার ওপর শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা নির্ভর করবে।**

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার মাত্রার নিচে দেয়া আছে; এবং যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ইনপুট দেবেন তাও ছকের ডান পাশে উল্লেখ করা আছে। পরিশিষ্ট-৩ এ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের একটা ফাঁকা ছক দেয়া আছে। ঐ ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ১ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** ঈশ্বরে বিশ্বাস		**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**	**বিষয় :** হিন্দুধর্ম শিক্ষা	
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.১.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি প্রকাশ করছে	মৌলিক বিষয়সমূহের প্রাথমিক ধারণা ও উপলব্ধি নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি উদাহরণসহ নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করছে।	মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি একাধিক উপায়ে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ব্যাখ্যা করছে।	ঈশ্বরে বিশ্বাস
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	ধর্মীয় মৌলিক বিষয়, যেমন : ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্রষ্টা ও সৃষ্টি, সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান ইত্যাদি ধারণা নিজ ভাষায় সাধারণভাবে যে কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে	ধর্মীয় মৌলিক বিষয়, যেমন : ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্রষ্টা ও সৃষ্টি, সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান ইত্যাদির ধারণা ব্যক্তি জীবনের উদাহরণসহ লিখে বা বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিষয়, যেমন : ঈশ্বরে বিশ্বাস, স্রষ্টা ও সৃষ্টি, সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান ইত্যাদির ধারণা একাধিক উপায়ে বা বহুমাত্রিকভাবে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ব্যাখ্যা করছে।	

<table>
<tr><td colspan="5">শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক</td></tr>
<tr><td colspan="2">অভিজ্ঞতা নং : ২
অভিজ্ঞতার শিরোনাম : ঈশ্বরের স্বরূপ- নিরাকার ও সাকার</td><td colspan="2">শ্রেণি : ৬ষ্ঠ</td><td>বিষয় : হিন্দুধর্ম শিক্ষা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পারদর্শিতার সুচক (PI)</td><td colspan="3">পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা</td><td rowspan="2">যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন</td></tr>
<tr><td>□</td><td>○</td><td>△</td></tr>
<tr><td>৬.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে।</td><td>মৌলিক বিষয়সমূহের তথ্য জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।</td><td>মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট উদাহরণ/ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।</td><td>মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।</td><td rowspan="3">ঈশ্বরের স্বরুপ-নিরাকার ও সাকার</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</td></tr>
<tr><td></td><td>ঈশ্বরের স্বরুপ-নিরাকার ও সাকার এই প্রসঙ্গে ভূমিকাভিনয় করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে</td><td>ঈশ্বরের স্বরুপ-নিরাকার ও সাকার এই প্রসঙ্গে ভূমিকাভিনয় করার জন্য প্রয়োজনীয় উদাহরণ/ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।</td><td>ঈশ্বরের স্বরুপ-নিরাকার ও সাকার এই প্রসঙ্গে ভূমিকাভিনয় করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন করছে</td></tr>
</table>

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৩ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল		**শ্রেণি :** ৬ষ্ঠ		**বিষয় :** হিন্দুধর্ম শিক্ষা
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.১.২ শিক্ষার্থী মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে।	মৌলিক বিষয়সমূহের তথ্য জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।	মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট উদাহরণ/ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।	মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।	আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল যে ভালো কাজের সাথে সম্পর্কিত সে বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে	আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল যে ভালো কাজের সাথে সম্পর্কিত সে বিষয়ে উদাহরণ/ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।	আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল যে ভালো কাজের সাথে সম্পর্কিত সে বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন করছে	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৪ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** নিত্যকর্ম		**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**		**বিষয় :** হিন্দুধর্ম শিক্ষা
পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে বিধি-বিধানের কারণসমূহ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিধি-বিধানের শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করছে।	নিত্যকর্ম
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	নিত্যকর্ম কী, কীভাবে করতে হয় এবং নিত্য কর্মের প্রয়োজনীয়তা এরূপ প্রশ্নের উত্তর বলতে বা লিখতে পারছে	নিত্যকর্ম কী, কীভাবে করতে হয় এবং নিত্য কর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছে।	নিত্যকর্ম কী, কীভাবে করতে হয় এবং নিত্য কর্মের মূল শিক্ষা সংযম ও সদাচার জীবনে প্রয়োগ করছে	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং : ৫ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** শুচিতা, উপাসনা ও প্রার্থনা, দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র	**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**	**বিষয় :** হিন্দুধর্ম শিক্ষা

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে বিধি-বিধানের কারণসমূহ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিধি-বিধানের শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করছে।	শুচিতা, উপাসনা ও প্রার্থনা, দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	একটি ডেমো পূজার আয়োজনের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় মৌলিক বিধিবিধানগুলো অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন পরিবেশে আংশিক অনুসরণ করছে।	একটি ডেমো পূজার আয়োজনের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় মৌলিক বিধিবিধানগুলো অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে।	একটি ডেমো পূজার আয়োজনের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় মৌলিক বিধিবিধানগুলো অনুধাবন করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তিজীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করছে।	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক			
অভিজ্ঞতা নং : ৬ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** যোগাসন		**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**	**বিষয় :** হিন্দুধর্ম শিক্ষা

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.২.৩ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে বিধি-বিধানের কারণসমূহ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিধি-বিধানের শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করছে।	যোগাসন
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	যোগাসনের বিধিবিধানগুলো অনুধাবন করে নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে	যোগাসনের বিধিবিধানের কারণসমূহ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করছে	যোগাসনের বিধিবিধানগুলো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করছে	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং : ৭ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** মানবিক গুণ- নৈতিকতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, দায়িত্বশীলতা, আদর্শ জীবনচরিত	**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**	**বিষয় :** হিন্দুধর্ম শিক্ষা

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে	জ্ঞান ও মূল্যবোধ লিখে বা বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে।	শিক্ষার্থী নিজ গুণাবলির সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন পরিবেশের বাইরেও অর্জিত মানবিক গুণাবলি প্রকাশ করছে।	মানবিক গুণ- নৈতিকতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, দায়িত্বশীলতা, আদর্শ জীবনচরিত
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	শিক্ষার্থী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি যেমন: বিনিময় স্টলের প্রয়োজনীয়তা শ্রেণিকক্ষে কাজে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি যেমন: বিনিময় স্টলের প্রয়োজনীয়তা শিখন পরিবেশে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে	শিক্ষার্থী জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি যেমন: বিনিময় স্টলের প্রয়োজনীয়তা যেকোন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করছে	

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক			
অভিজ্ঞতা নং : ৮ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম :** সহাবস্থান		**শ্রেণি : ৬ষ্ঠ**	**বিষয় :** হিন্দুধর্ম শিক্ষা

পারদর্শিতার সুচক (PI)	**পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা**			**যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন**
	□	○	△	
৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহবস্থান করছে।	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় আচরণ করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশলি আচরণ করছে	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশলি আচরণের মাধ্যমে সহবস্থান করছে	সহাবস্থান
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	শ্রেণি কার্যক্রমে সহপাঠিদের সহযোগিতা করছে	দলগত কাজের ক্ষেত্রে দলের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে / দায়িত্ব বণ্টন করছে	যে কোন ভিন্নতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে	

পরিশিষ্ট ৩

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ প্রতি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণ:

'ঈশ্বরে বিশ্বাস' শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে দুইটি পারদর্শিতার সূচক নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হলো ৬.১.১, ৬.১.২, (পরিশিষ্ট-২ দেখুন)। শিক্ষক উক্ত শিখন অভিজ্ঞতার টপশিটের সাথে পরের পৃষ্ঠায় দেয়া ছকটি পূরণ করে ব্যবহার করবেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন তা দেখানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম :					তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :	৬ষ্ঠ	বিষয় :	হিন্দুধর্ম শিক্ষা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :	ঈশ্বরে বিশ্বাস				অরুন কুমার

		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.১.২						
০১	মোহনা চৌধুরী	□●△	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০২	অমিত কুণ্ডু	□●△	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৩	শিউলি সরকার	□○▲	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৪	দেবাশীষ দে	■○△	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৫	গৌতম কর্মকার	□○▲	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৬	শান্তনু ঘোষ	□○▲	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

প্রতিষ্ঠানের নাম :					তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি :	ষষ্ঠ	বিষয় :	হিন্দুধর্ম শিক্ষা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :					

		প্রযোজ্য PI নং					
রোল নং	নাম						
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		প্রযোজ্য PI নং					
রোল নং	নাম						
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৪

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : ষষ্ঠ**	**বিষয় : হিন্দুধর্ম শিক্ষা**	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার সুচকের মাত্রা

পারদর্শিতার সুচক	**শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা**		
৬.১.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি প্রকাশ করছে।	□	○	△
	মৌলিক বিষয়সমূহের প্রাথমিক ধারণা ও উপলব্ধি নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি উদাহরণসহ নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করছে।	মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা ও উপলব্ধি একাধিক উপায়ে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ব্যাখ্যা করছে।
৬.১.২ মৌলিক বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে।	□	○	△
	মৌলিক বিষয়সমূহের তথ্য জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।	মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট উদাহরণ/ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।	মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ জানতে চেয়ে প্রশ্ন করছে।
৬.২.১ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে।	□	○	△
	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে বিধি-বিধানের কারণসমূহ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিধি-বিধানের শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করছে।
৬.২.২ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগি ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো চর্চা করেছে।	□	○	△
	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিখন পরিবেশে আংশিক অনুসরণ করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়া শিখন পরিবেশে অনুসরণ করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানের তাৎপর্য অনুধাবন করে বিধি-বিধানের শিক্ষা স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি জীবনে আচরণের মাধ্যমে প্রয়োগ করেছে।
৬.২.৩ শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করছে।	□	○	△
	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে নিজ ভাষায় সাধারণভাবে লিখে, বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে বিধি-বিধানের কারণসমূহ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করছে।	ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধানগুলো অনুধাবন করে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিধি-বিধানের শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করছে।

৬.৩.১ শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করছে	□	○	△
	জ্ঞান ও মূল্যবোধ লিখে বা বলে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করছে।	জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে অর্জিত মানবিক গুণাবলি শিখন পরিবেশে সচেতনভাবে আচরণে প্রকাশ করছে।	শিক্ষার্থী নিজ গুণাবলির সাথে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধের সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিকভাবে শিখন পরিবেশের বাইরেও অর্জিত মানবিক গুণাবলি প্রকাশ করছে।
৬.৩.২ শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশের সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহবস্থান করছে।	□	○	△
	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে সকলের প্রতি সদয় আচরণ করছে।	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে এবং শিখন পরিবেশের বাইরে সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করছে এবং সহবস্থান করছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ